একটি পুরনো লেখার পুনঃপ্রকাশ

[সময়টা ২০০১'এর শুরু। দীর্ঘ ছ-বছর পার্থে অবস্থানের পর আমি সিডনী আসি স্থায়ীভাবে বসবাসের উদ্দেশ্যে। প্রায় একই সময় দেলাওয়ার সাঈদী সিডনী সফর করে। সেই সময় এ সফরের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা-সমালোচনা হয়। প্রতিবাদ হয়। এর ভিত্তিতে আমি একটি লেখা লিখি, যার শিরনাম - **'সাঈদীর সভার কেন প্রতিবাদ হলো বা হওয়া উচিত'**। লেখাটি ছাপা হয় স্বদেশ বার্তা পত্রিকার ২০০১'এর ৪ঠা মে (শুক্রবার) সংখ্যায় (পঞ্চম বছর, সংখ্যা ৯)। সিডনী আসার পর এটাই আমার প্রথম লেখা। আসার কিছুদিন পর যোগাযোগ ঘটে স্থপতি জিয়া আহমেদ, নাট্যকার গোলাম মোস্তফা সহ আরও অনেকের সাথে। জিয়া আহমেদের সাথে পূর্ব-সক্ষতা থাকলেও, গোলাম মোস্তফার সাথে আমার এটাই প্রথম পরিচয়। একদিন কথা প্রসঙ্গে সাঈদীর অষ্ট্রেলিয়া সফরের বিরুদ্ধে তারা কখন, কোথায় ও কিভাবে প্রতিবাদ করেন তার বিষদ বর্ণনা দেন। শুধু সিডনীতেই নয়, প্রতিবাদের জন্য তাঁরা মলি আহমেহ এবং লাভলী মোস্তফা সহ ছুটে যান মেলবর্ণ। আজ ২৮শে ফেব্রুয়ারি ২০১৩। স্বাধীনতা যুদ্ধে মানতাবিরোধী ও যুদ্ধাপরাধের দায়ে দেলাওয়ার সাঈদীর ফাঁসির রায় ঘোষিত হয়। দীর্ঘ বার বছর পর আজ ছবির মত ভেসে উঠে গোলাম মোস্তফা ও জিয়া আহমেদদের প্রতিবাদের বর্ণনার চিত্রটি। পুরনো লেখার পূনঃপ্রকাশের তাগিদটা এখান থেকেই]

'সাঈদীর সভার কেন প্রতিবাদ হলো বা হওয়া উচিত'

ড. শামস্ রহমান

যদিও এখন পুরনো, তথাপি সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীদের জন্য এটি একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গত মার্চ মাসে গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বর্তমান সংসদের সংসদ সদস্য মওলানা দেলাওয়ার হোসেইন সাঈদী অষ্ট্রেলিয়া ঘুরে গেলেন। তিনি এসেছিলেন সিডনীতে বাংলাদেশী সম্প্রদায় দ্বারা পরিচালিত একমাত্র মসজিদ সেফ্টনের সাংগঠনিক কমিটির আমন্ত্রণে। দেলাওয়ারের আগমনকে ঘিরে প্রবাসী বাংলাদেশীদের মাঝে আলোচনার ঝড় উঠে। বলা বাহুল্য তার আগমনের পূর্ব থেকেই বিভিন্ন অনানুষ্ঠানিক ঘরোয়া আড্ডায় এই আলোচনা ও সমালোচনা চলতে থাকে। বিভিন্ন সভায় লিফলেট বিলি করা হয় এবং স্থানীয় বাংলা পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়।

ঘরোয় আড্ডায় এই সব আলোচনায় মূলতঃ তিনটি ধারা লক্ষ্য করা যায়ঃ
প্রথম ধারা - দেলওয়ার সাঈদীর আগমনের পক্ষে আলোচনা এবং সমর্থন। দ্বিতীয় ধারা - আগমনের বিপক্ষে সমালোচনা। এবং তৃতীয় ধারা - বাহ্যিক আচার-আচরণে ইন্‌ডিফারেন্ট (নীরসতার প্রকাশ)।

যারা দেলাওয়ারের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে সমর্থন জুগিয়েছে তাদের আলোচনায় যে যুক্তি দেখিয়েছে তা -
এক) দেলাওয়ার বাংলাদেশের বর্তমান সংসদের একজন নির্বাচিত সংসদ সদস্য। তিনি বাংলাদেশে জেলা-উপজেলা সহ বিভিন্ন এলাকায় কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ছাড়াই সভা-সমিতি করছেন। তাহলে, অষ্ট্রেলিয়া এসে সভা করার আপত্তি কোথায়?
দুই) দেলাওয়ার একজন ভাল বক্তা এবং ইসলামিক বিষয়ে জ্ঞানী। তিনি সিডনী আসছে ধর্মীয় সভা করতে, ইসলাম বিষয়ে আলোচনা করতে। এখানে কোন রাজনীতি নেই; রাজনৈতিক কোন উদ্দেশ্য নেই।
তিন) দেলাওয়ার যদি রাজাকার হয়ে থাকে, তাহলে সে কিভাবে রাজনীতি করছে, সভা-সমিতি

করছে?
চার) শেখ মুজিব সেই ১৯৭৩ই সব রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্‌দের সাধারণ ক্ষমা করে দিয়েছেন। এতদিন পর আবার রাজাকারের বিচারের দাবি কেন?

যারা দেলাওয়ারের আগমনের বিরুদ্ধে, তাদের একটাই বক্তব্য এবং তা স্পষ্ট ও জোরালো - 'দেলাওয়ার সাঈদী একজন চিহ্নিত রাজাকার এবং যুদ্ধাপরাধী। আমরা তার আগমনের প্রতিবাদ করি এবং স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও মানবতাবিরোধী কার্যকলাপের জন্য তার বিচারের দাবি জানাই'।

আর যারা তৃতীয় ধারাভূক্ত তাদের বক্তব্য ও যুক্তি অতন্ত সহজ - 'অষ্ট্রেলিয়া সরকার যদি দেলাওয়ারকে ভিসা দেয়, তাহলে সে আসবে। এটি একটি গণতান্ত্রিক দেশ। সে সভা করতে চাইলে, করবে। যে শুনতে চায়, সে যাবে, শুনবে। এসবই গণতান্ত্রিক অধিকার। এখানে বাঁধা দেয়ার কি আছে?

এবার দেখা যাক প্রত্যেক ধারা বিশ্লেষনে কি দাঁড়ায়। যারা প্রথম ধারায় বিশ্বাস করেন, তাদের যুক্তি তে দুটি বিষয় বেরিয়ে আসে-
এক) দেলাওয়ার একজন ভাল বক্তা; ধর্ম সভায় তার বক্তব্য শুনতে আপত্তি কোথায়? সে জামাত করে অথবা অতীতে কি ধরনের মানবতাবিরোধী ও নেক্কার জনক কাজ করেছে তা বিবেচনার বিষয় নয়।
দুই) দেলাওয়ার যদি রাজাকার হয়ে থাকে তবে তার বিচার কেন হয়নি?

আপাদত দৃষ্টিতে দুটি বিষয়ই যুক্তিসম্মত মনে হতে পারে। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে একজন ব্যক্তিকে শুধু চতূর বক্তা এবং ধর্ম বিষয়ে জ্ঞানী হলেই যথেষ্ট নয়; মানুষ ও সমাজের কাছে গ্রহনযোগ্যতার জন্য সৎ ও মানবিক হতে হয়। আর সেখানেই দেলাওয়ারকে নিয়ে প্রশ্ন।

আমাদের ধর্মের মূলে আছে বিশ্বাস। আছে আত্নার সম্পর্ক। এবং সেইসাথে আছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনধারা। ধর্ম একদিকে যেমন সৃষ্টকর্তার সাথে ব্যক্তির আত্নিক সম্পর্কের কথা বলে, অন্যদিকে পরিবার ও সমাজ পরিচালনার সুনির্দিষ্ট পথ নির্দেশনা করে। এই দুটো মিলেই সৃষ্ট হয় একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ও সমাজ। এমতবস্থায় দেলাওয়ার যদি রাজাকার হয়ে থাকে, স্বাধীনতা যুদ্ধে পাক-বাহিনীর যোগসাজশে মা-বোনের ইজ্জত লুটে থাকে, হত্যার সাথে জড়িত থাকে, নিরীহ মানুষের ধনসম্পদ কেড়ে নিয়ে থাকে, তাহলে কি দেলাওয়ারের বাকপটুত্বে সব ভুলে গিয়ে ঐ কণ্ঠে ধর্মের কথা শুনতে যেতে হবে?

যারা দ্বিতীয় ধারাভূক্ত তাদের কাছে আমাদের দাবি - বিচার চাই, বিচার চাই বলে আজ আর শুধুই ফাঁকা বুলি নয়। অনুসন্ধান করুন, রাজাকারদের অপকর্মের প্রমান হাজির করুন। তাহলেই না জুরির আসনে অধিষ্ঠ সাধারণ মানুষ সাড়া দেবে।

যারা তৃতীয় ধারাভূক্ত তাদের কাছে অনুরোধ - যদি স্বাধীনতায় বিশ্বাস করেন, যদি মানবতায় বিশ্বাস করেন, তবে ইন্‌ডিফারেন্ট (নীরসতা) অবস্থান ছেড়ে আসুন। যে রাজাকার আল-বদর গোষ্ঠী কথায় কথায় স্বাধীনতাকে বিকিয়ে দিয়ে চায়, সভায় সভায় জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গিত বদলাতে চায়, তারা আপনাদের সরলতাকে দুর্বলতা মনে করে। যারা জাতীয় পতাকা, জাতীয় সঙ্গিতে বিশ্বাস করেন, তাদের এখন প্রধান দায়িত্ব যুদ্ধাপরাধ ও মানবতাবিরোধী অপরাধের স্বাক্ষী-প্রমান জোগার করা। তবেই রাজাকার আল-বদরদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো সম্ভব। ত্রিশ বছর

তেমন কোন সময় নয়। পঞ্চান্ন বছর পর আজও নাৎসি-ফ্যাসিষ্টদের পৃথিবী জোড়া খোঁজা হচ্ছে; বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে।

শেষ কথা। সেফ্‌টন মসজিদ সিডনী প্রবাসী বাংলাদেশীদের অনেক কষ্টের ফল। বাংলাদেশী মুসলমানসহ অন্যান্য দেশের মোসলমান এখানে আসেন নামাজ আদায় করতে, ধর্মীয় আলোচনা করতে। এমতবস্থায় দেলাওয়ার সাঈদীর মত একজন বিতর্কিত লোককে আমন্ত্রণ জানিয়ে বাংলাদেশীদের মাঝে বিভেদ সৃষ্টি করার প্রয়োজন আছে কি? এখানে উল্লেখ যে এবছর পহেলা বৈশাখের আগের দিন এক বিবৃতিতে দেলাওয়ার রাজাকার বলেন - 'হিন্দুয়ানী কায়দায় পহেলা বৈশাখ উদ্‌যাপন বন্ধ করতে হবে যে কোন মূল্যে' (সিবিএস নিউজ)। এই বিবৃতির ঠিক পরপরই রমনা বটমূলে ছায়ানটের পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠানে বোমার বিস্ফোরণে কমপক্ষে নয় জন নিরীহ মানুষ নিহত এবং কুড়ি জন আহত হয়।

নিঃসন্দেহে, বাংলাদেশে অনেক ব্যক্তিত্ব আছেন যারা একদিকে ইসলাম বিষয়ে জ্ঞানী, অন্যদিকে সমাজের দৃষ্টিতে গুণি ও মানী। ভবিষ্যতে কাউকে আমন্ত্রণ জানানোর আগে মসজিত কমিটির গভীরভাবে ভেবে দেখা প্রয়োজন।

- লেখাটি প্রথম প্রকাশিত হয় স্বদেশ বার্তা পত্রিকার ২০০১'এর ৪ঠা মে (শুক্রবার) সংখ্যায় (পঞ্চম বছর, সংখ্যা ৯)

আজকের প্রেক্ষাপটে কিছু কথা

বার বছর আগের উপরের লেখায় যারা প্রথম ধারাভূক্ত বলে সনাক্ত হয়, তাদের দৃষ্টিভঙ্গীর কোন পরিবর্তন ঘটেছে কি ইতিমধ্যে? যদি ঘটে থাকে, সে উত্তম। তবে আমার সন্দেহ আছে যথেষ্ট। তবে এটা সত্য, আজ আর তারা প্রকাশ্যে জোড় গলায় বলতে পারে না - 'চল্লিশ বছর পর রাজাকারের বিচার কেন?'। বলতে সাহস করে না 'বঙ্গবন্ধু ১৯৭৩ সব রাজাকার, আল-বদর ও আল-শামস্‌দের ক্ষমা করে দিয়েছেন'। আইন কাদের ক্ষমা করেছে, কাদের করেনি, তা ডকিউমেন্টেড (ফ্যক্টস এ্যান্ড ডকুমেন্টস্ বঙ্গবন্ধু হত্যা, পৃ. ৫০; এবং জনকণ্ঠ, ১৪ ডিসেম্বর, ২০১২)। ডকিউমেন্টস বা প্রমান সেদিনও ছিল; ছিল না শুধু এর বহুল প্রচার। তাই মূলধারা প্রতিষ্ঠায়, তথা রাষ্ট্রের সঠিক ইতিহাস প্রতিষ্ঠায়, প্রমাণিক তথ্য ও সাক্ষ্য জোগার এবং গণমানুষের মাঝে তার ব্যাপক প্রচারের বিকল্প নেই। দেলাওয়ার সাঈদীর ফাঁসির রায় তথ্য ও সাক্ষির মাধ্যমে প্রমানিত। রাষ্ট্রের মূলধারার প্রতিষ্ঠা প্রথম ধারাভূক্তদের রূপান্তরের (কনভার্ট) মাঝে নিহিত নয়। এটা আমার দীর্ঘ দিনের বিশ্বাস। এ প্রচেষ্টা সময় ও শ্রমের অপচয় ব্যতিক আর কিছুই নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ আমাদের প্রজন্ম। এই সেদিনও আমরা ভেবেছি দেশ সম্পর্কে আমাদের প্রজন্ম উদাসীন। আমাদের সমস্ত ধারনা ভুল প্রমান করেছে শাহবাগ চত্ত্বরের প্রজন্ম মঞ্চ। প্রজন্ম শুধু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারেই সোচ্চার নয়, তারা সোচ্চার সঠিক ইতিহাস ও ধারাবাহিকতা নির্ধারণে। এর সাক্ষ্য প্রজন্ম চত্ত্বরে 'জয় বাংলা' স্লোগান। আমরা পারিনি, প্রজন্ম পেরেছে, আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছে - 'জয় বাংলা' কোন দলের স্লোগান নয়। এ আমাদের স্বাধিকার আন্দোলনের স্লোগান, স্বাধীনতার স্লোগান, বাংলাদেশের স্লোগান, গণমানুষের স্লোগান। আমাদের প্রজন্মের কণ্ঠে 'জয় বাংলা'র পাশাপাশি যেদিন ধবনিত হবে 'জয় বঙ্গবন্ধু', কেবল সেদিনই বাংলাদেশের গণমানুষের মানসপটে রচিত হবে বাংলাদেশের সঠিক ইতিহাস।

যারা দ্বিতীয় ধারাভুক্ত বলে সনাক্ত হয়, তাদের মনে রাখতে হবে দেলাওয়ারের ফাঁসির রায় দীর্ঘ

সংগ্রামের প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। আনন্দ-উল্লাসের সময় এখনও নয়। দেলাওয়ার সাঈদী সহ অন্যান্য রাজাকারদের রায়ের পর জামাত-শিবির সারা দেশে যে নৈরাজ্য, সহিংসতা ও তান্ডব চালাচ্ছে তা মোকাবেলা করতে হবে এবং তা করতে হবে অতন্ত ধৈর্যের সাথে; সেই সাথে শক্ত হাতে। এর জন্য প্রয়োজন মুক্তি যুদ্ধের সকল শক্তির ঐক্য। ফাঁসির রায় দ্রুত কার্যকরের জন্য তৎপর হতে হবে। দৃষ্টান্ত আমাদের সামনে অনেক। দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের পর নূরেমবার্গের বিচারে নাৎসিদের বিরুদ্ধে রায় ঘোষনার মাত্র দু-সপ্তাহের মধ্যে তা কার্যকর করা হয়। তাই রাজাকারদের রায় কার্যকরে আইনসঙ্গত সময়ের উর্ধে বিলম্বিত হওয়ার কারণ আছে কি?

গণতন্ত্রের বিকল্প নেই, এটা সত্য। তবে, গণতন্ত্রও সব সময় সব সমস্যার সমাধান দিতে পারে না। যেমন, মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে ডাচ্ বিতর্কিত এম পি ওয়াইলডস অষ্ট্রেলিয়া সফর করে গেলেন। তাকে ওয়েস্টার্ন অষ্ট্রেলিয়ান সরকার সভা করার জন্য ভেনূর আবেদন অননুমোদন করে। কলিন বার্নেটের ওয়েস্টার্ন অষ্ট্রেলিয়ান সরকার কি অগণতান্ত্রিক? গণতন্ত্রে সব পক্ষকেই গণতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী হতে হয়। তা না হলে গণতন্ত্র রক্ষা ও উত্তরণ কঠিন। আজকে জামাত-শিবির সারা দেশে যে তান্ডব চালাচ্ছে, তা গণতন্ত্রকে বুড়ো আঙ্গুল দেখানোর শামিল। তারা বাংলাদেশের বাস্তবতাকে স্বীকার করে না; একাত্তরের ভুল স্বীকার করে না; মানবতাবিরোধী অপরাধের জন্য ক্ষমা চায় না, বরঞ্চ, মুক্তিযুদ্ধের ও বাংলাদেশের সক্রিয় বিরোধিতাকারীদের নেতার আসনে বসিয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধকে চ্যালেঞ্জ করছে। আর বিরোধী দল জামাত-শিবিরের নৈরাজ্য ও সহিংসতাকে শুধু প্রস্রয়ই দিচ্ছে না, এক জোট হয়ে সহযোগিতা করছে। তাহলে, গণতন্ত্র উত্তরণের সুযোগ কোথায়? যারা তৃতীয় ধারাভুক্ত, তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। উত্তম। তাই, বাংলাদেশের বর্তমান কন্টেস্টে গণতন্ত্র রক্ষায় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধকে বিবেচনায় নিয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার আবেদন করবো তৃতীয় ধারাভুক্তদের। সিদ্ধান্তে ইন্‌ডিফারেন্ট হওয়ার অবকাশ আছে কি?

দেশের অভন্তরে জামাত-শিবির ও বিরোধী দলের যে সহিংসতা, তা ১৯৭৪-৭৫ সহিংসতার কথা মনে করিয়ে দেয়। আজকের পরিস্থিতিতে বিদেশী একটি প্রধান শক্তির দেশের আভন্তরিন বিষয়ে নগ্ন হস্তক্ষেপ এবং বাংলাদেশের অর্থনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রজেক্টে তাদের সিদ্ধান্তে গরিমশি ও বিলম্বতা, ১৯৭৪'এর পি এল ৪৮০ সিদ্ধান্তে গরিমশি ও বিলম্বতার কথা মনে করিয়ে দেয়। আমি ২০১৩ আর ১৯৭৪'র 'প্যারালাল' খুঁজে পাই। আর সেখানেই আমার যত ভয়।